



44593 - ফতেনা থেকে বাঁচার জন্য মদনিতা আশ্রয় নয়ো

---

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ফতেনা-ফাসাদ যভাবে ছড়িয়ে চরম আকার ধারণ করেছে এর থেকে বাঁচার জন্য কভাবে মদনিতা আশ্রয় নয়ো যায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

জাবরে (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হাদিসে এসছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “মদনিতা হচ্ছে কামারের হাপরের ন্যায়। মদনিতা মরচা (দুষ্ট লোক) বদীরতি করে এবং ভালকে আরও উজ্জ্বল করে”।[সহি বুখারী (৬৭৮৫) ও সহি মুসলিম (১৩৮৩)]

ইমাম নববী বলেন:

হাদিসটির মর্মার্থ হচ্ছে- “যে ব্যক্তির ঈমান খালসে নয় সে মদনিতা থেকে বেরিয়ে পড়বে। আর খালসে ঈমানদার মদনিতা থেকে যাবে।”

আনাস বনি মালকে (রাঃ) এর হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “এমন কোন স্থান নাই যে স্থানে দাজ্জাল প্রবশে করবে না; শুধু মক্কা ও মদনিতা ছাড়া। এর প্রতিটি প্রবশেপথে ফরেশেতারা সারবিদ্ধভাবে পাহারায় থাকবে। এরপর মদনিতা মদনিতাবাসী সহ তিনটি ঝাঁকুনি খাবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রত্যেক কাফরে ও মুনাফিককে বের করে দ্বিনে।”[সহি বুখারী (১৭৮২) ও সহি মুসলিম (১৬০)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “এমন এক যামানাসে যখন ব্যক্তিতার চাচাতো ভাই ও অপরাপর আত্মীয়স্বজনকে ডেকে বলবে, সচ্ছলতার দিকে আস, সচ্ছলতার দিকে আস। অথচ মদনিতা থাকাটাই তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জানত। ঐ সত্যের শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! মদনিতার প্রতি অনাগ্রহবশতঃ যে ব্যক্তি সেখানে বেরিয়ে পড়বে আল্লাহ সেখানে তার বদলে আরও ভাল মানুষকে স্থান করে দ্বিনে। জনৈক রাখ, মদনিতা হচ্ছে- কামারের হাপরের ন্যায়। ততদিন পর্যন্ত কয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না মদনিতা দুষ্ট লোকগুলোকে মদনিতা থেকে বের করে দ্বিনে; যভাবে হাপর লোহার মরচা দূর করে দেয়।”[সহি মুসলিম (১৩৮১)]



এ হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে, মদনি কখনো দুষ্টি লোককে সেখানে টকিতে দেয় না। মদনি সবসময় দুষ্টি লোককে বরে করে দিয়ে থাকে। আরও প্রমাণ করে যে, মদনিতো দাজ্জাল প্রবশে করবে না। আরও প্রমাণ করে যে, যসেব মদনিবাসী অনাগ্রহবশতঃ মদনি থেকে বেরিয়ে যায় মদনিতো থাকাটাই তাদের জন্য উত্তম।

তবে এর অর্থ এ নয় যে, যারা মদনির বাইরে আছে তারা সবাই ফতিনাগ্রস্ত। আল্লাহ তাআলা হকরে ওপর ও হদোয়তের উপর অবচিল থাকার জন্য কিছু কারণ নর্ধারণ করে দিয়েছেন যমেনভাবে পথভ্রষ্টতা ও বিভিন্ন্তরি জন্যেও কিছু কারণ নর্ধারণ করে দিয়েছেন। যদিও গোটো বিষয়টি শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত আল্লাহর হাতে। তবে আল্লাহ সবকিছুর পছিনে কিছু কারণ রাখেন।

হদোয়তের ওপর অটল থাকার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. আল্লাহকে অধিক স্মরণ করা, নামায ও কুরআন তলোওয়াত করা।
২. সার্বক্ষণিক দুআ করা ও আল্লাহর কাছে অবচিলতার জন্য দুআ করা।
৩. ভাল লোকদের সাহচর্যে থাকা ও নকেকারদের সাথে উঠাবসা করা।
৪. সংশয় ও ফতিনার স্থানগুলো থেকে দূরে থাকা।
৫. ইলমে দ্বীনরে বর্ম্মে সজ্জতি হওয়া।
৬. আল্লাহর দকি দাওয়াত দয়ো এবং আল্লাহর রাস্তায় যা কিছু দামী ও মূল্যবান সবকিছু উৎসর্গ করা।

আল্লাহ আপনাকে সকল নকেকাজ করার তাওফিক দনি।